দৈনিক বাংলা

194

তারিখ ... 2/1/80 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 3 ... কলাম 5 ... ...

দৈনিক বাংলা
ঢাকা : বুধবার, ১৭ই পৌষ, ১৩৮৬ : ২রা জানুয়ারী, ১৯৮০

নিরক্ষরতা দূর করার ডাক

জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গত সোমবারের ভাষণে একদিকে যেমন অগ্রগতির বড় প্রতিবন্ধক নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচনের জরুরী তাগিদ দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তাতে রয়েছে পরিকল্পিত শিক্ষার ধরনের মূল রূপরেখা। প্রেসিডেন্ট স্বল্পভাষায় বলেছেন, নিরক্ষরতা দূর করাই জাতীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। সাক্ষর লোকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কোনমতে নাম সই করতে পারলেই কেউ সাক্ষর বলে বিবেচিত হবে না। সাক্ষরতার মানে হচ্ছে, প্রত্যেককে অন্তত কিছুটা লিখতে পড়তে ও ছোটখাট অংক করতে জানতে হবে, যাতে অন্তত প্রত্যেকে দৈনিক খবরের কাগজ পড়তে পারেন, প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র নিজেরাই লিখতে পারেন এবং দৈনন্দিন জীবনে দরকারী হিসাবপত্র নিজেরাই রাখতে পারেন। এ ধরনের শিক্ষাই সহজসাধ্য ও ফলপ্রসূ গণশিক্ষা এবং আমাদের জাতির জন্য তাই এখন বেশি দরকার। দেশের প্রতিটি লোককে এই শিক্ষার আলোকেই আলোকিত করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। কারণ তাতে ব্যক্তিরও লাভ, জাতিরও লাভ।

জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুত অর্জনই আমাদের বড় কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পর্কে দেশের প্রতিটি লোককে যেমন সচেতন করতে হবে, তেমনি তাদের উপযোগী করে তুলতে হবে এই অপরিহার্য কর্তব্য পালনের জন্য। যুগোপযোগী শিক্ষাই আমাদের অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক হতে পারে। এই লক্ষ্যে দেশ ও দেশবাসীর সামগ্রিক উন্নতিকল্পে প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যে বিপ্লব শুরু করেছেন। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ, শিল্প সম্প্রসারণ কুটিরশিল্পের বিকাশ, গ্রামের উন্নতি এই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য। জনসাধারণকে উপলব্ধি করতে হবে যে তাদের কল্যাণার্থেই এই বিপ্লব, তারাই বিপ্লবের সকল সুফলের ভাগী হবেন এবং তাদের পূর্ণ ও সক্রিয় সহযোগিতার ওপরই বিপ্লবের রূপায়ণ বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

দেশের নতুন শিক্ষা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূলে হতে হবে সম্পূর্ণভাবে। যে শিক্ষায় শুধু ডিগ্রি-ডিপ্লোমা পাওয়া যায়, সীমিত সংখ্যক লোক চাকরি করতে পারে, তা আজ অচল। এই বন্ধ্যা শিক্ষা আমাদের কোন কল্যাণে আসছে না। যে শিক্ষায় ফসলের ফলন বাড়াবার জ্ঞান লাভ করা যায়, নানাবিধ বৃত্তিকরী বিদ্যা শেখা যায় এবং উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা অধীত, স্বীয়করণ ও প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন করা যায়, সেই শিক্ষাই আজ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সংক্ষেপে বললে, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও সামাজিক কর্তব্য চেতনার বিকাশ, সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা, রাজনীতি এবং অর্থনীতি জ্ঞান লাভে সহায়ক হতে হবে জাতীয় শিক্ষা।

দেশের প্রতিটি মানুষকে নিজের এবং জাতির স্বার্থে শিক্ষা বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আহ্বান জনসাধারণের মধ্যে এই উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে এবং শিক্ষাবিপ্লব অর্থাৎ নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে—এই বিশ্বাস আমরা রাখছি।